রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশী আশ্রয়দাতা সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা

ISCG INTER SECTOR COORDINATION GROUP

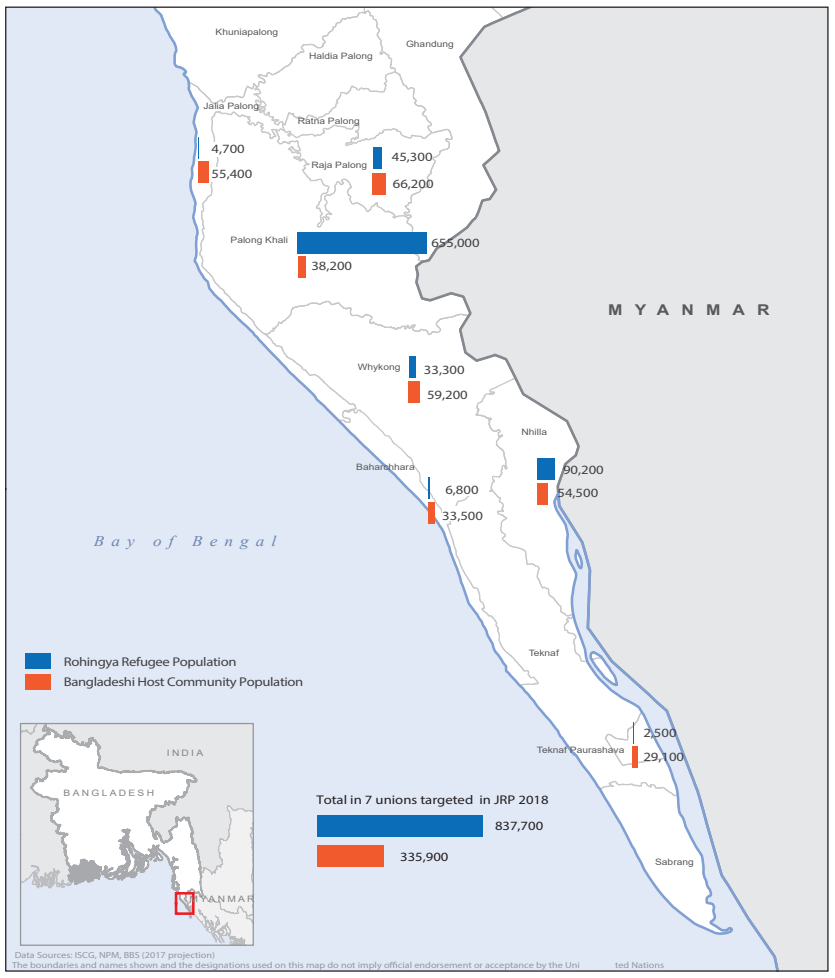

সারসংক্ষেপ

- ২৮,৯৪৪ টি পরিবার জীবিকা সহায়তা প্রাপ্ত
- ৭,৭০০ টি পরিবার/ব্যক্তি কৃষিজ সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষন প্রাপ্ত
- বন অধিদপ্তরের সাথে ভূমি স্থিতিশীল করার লক্ষে রোপণ সরঞ্জামাদি উৎপাদন
- উখিয়া এবং টেকনাফে ৩৭১ টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ৫০ টি পানি প্রাপ্তির স্থান মেরামত
- ব্যপক পানির উৎস মূল্যায়ন
- ১৭,৩২৪ টি পরিবার ক্ষুদ্র বাগান প্রাপ্ত
- ৩,৬৯৭ জন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান
- ৫২ টি বহির্বিভাগ রোগ চিকিৎসা কেন্দ্রকে সাহায্য প্রদান
- ৩ টি প্রধান স্বাস্থ্য সুবিধা কেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ কক্স বাজার জেলা হাসপাতাল, টেকনাফ এবং উখিয়া কেন্দ্র
- কক্স বাজার মেডিকেল কলেজের গবেষণাগার এবং রোগ নিরক্ষন সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি

২০১৮ সালের জেআরপি মানবিক দপ্তর থেকে প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে যে শরণার্থী শিবিরগুলির কাছাকাছি বসবাসকারী প্রভাবিত এবং সরাসরি প্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের পরিকল্পিত এবং অর্থায়নে কার্যক্রমগুলির ২৫% অন্তর্ভুক্ত করবে| আশ্রয়দাতাদের জন্য বর্তমানে ১০১ টি প্রকল্প পরিকল্পিত রয়েছে

সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, কৃষি, বনজ এবং পরিবেশে সেবা প্রদানের উপর প্রভাব নিরসনের জন্য সরকারি সংস্থাগুলিকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে. পৌর চিকিৎসক, গণ স্বাস্থ্য প্রকৌশল, বন ও পরিবেশ, সামাজিক সেবা, নারী ও শিশু কল্যাণসহ সহযোগিতা চলছে| সঙ্কটের ব্যবস্থাপনায় আরবিআরসি (এবং সিআইসি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উখিয়া ও টেকনাফের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে

আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে সাহায্যের কৌশল

মানবিক প্রতিক্রিয়া অধীনে অভিপ্রায় অন্তর্ভুক্ত এবং প্রভাবিত আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সমর্থন জরুরী দের মধ্যে প্রকল্প প্রসারিত, যারা নতুন আগমনের মত একই সমস্যা সম্মুখীন হয়| যৌথ প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা (জেআরপি) ২০১৮ এর অধীনে, আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়গুলি জেলা, সম্প্রদায় এবং পরিবারের পর্যায়ে সহায়তা প্রাপ্ত হবে| সহায়তার অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হল:

১. পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম পুনর্বাসন
২. কৃষি, বাজার এবং জীবিকা সমর্থন
৩. কমিউনিটি এবং পাবলিক অবকাঠামো
৪. স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষা

JRP কৌশলগত উদ্দেশ্য ২০১৮

- সময়মত জীবন রক্ষাকারী সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদান, একই সাথে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু এবং আক্রান্ত আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের জীবনাবস্থা উন্নয়ন

- রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু এবং আক্রান্ত আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের কল্যান ও মর্যাদা নিশ্চিত করন

- পরিবেশগতভাবে টেকসই সমাধান প্রদান

-রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু এবং আক্রান্ত আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা এবং প্রাণোচ্ছলতা আনয়ন

সকালে মাছ ধরার পর, একজন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ে স্বেচ্ছাসেব-কদের দ্বারা নির্মিত একটি সড়কের পাশে হেঁটে যাচ্ছে

ছবি:
স্ট্যাসি উইনস্টন ॥ ইউএনডিপি

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশী আশ্রয়দাতা সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা

ISCG
INTER SECTOR COORDINATION GROUP

ইউনিয়ন	মোট রোহিঙ্গা	মোট আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়
বাহারছাড়া	১৩,৩৭৩	৩৩,৪৯৯
নিহিলা	১২১,৪৪২	৫৪,৪৬৫
টেকনাফ	৭৯৮	২৯,০৭০
হোয়াইকং	৩৪,৪৬৭	৫৯,১৫৩
জালিয়া পালং	১,৩৭৭	৫৫,৩৬৯
পালং খালি	৭০৮,৪৪৮	৩৮,১৯৯
রাজা পালং	১৪,৮৪৩	৬৬,১৭৪

উৎসঃ HDX Data R10 উৎসঃ BBS 2017 Projection

মৌসুমী বৃষ্টি কয়েকমাস যাবৎ বন্ধ থাকায় টেকনাফের কেরুনতলী গ্রামের কৃষকসমাজের কৃষকেরা ধানের দ্বিতীয় ফলনে জলসেচের জন্য একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পানির পাম্প স্থাপন করে| পূর্বে সেচব্যবস্থাটি হস্তচালিত ছিলো যা অপর্যাপ্ত ছিল| সময়মত এই সহায়তা উৎপাদনশীলতা ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেশি বাড়িয়ে দেবে| এখন গ্রামটি ঘিরে মিয়ানমার থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী আশ্রয় রয়েছে

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ক্যাম্পের কাছাকাছি একটি আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ে টাকার জন্য কাজ কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১০০ স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা নির্মিত আটটি গ্রামীণ সড়কের একটি | উত্থাপিত সড়কে পরিবারগুলি তাদের মাঠের দিকে হাঁটা, শিশুদের স্কুল গমন, গবাদি পশু চাষ এবং বাসিন্দাদের বাড়ি ও জীবিকার কাছে পৌঁছানোর জন্য ছোট পরিবহন যানবাহনকে সক্ষম করে|
ছবি: স্ট্যাসি উইনস্টন ॥ ইউএনডিপি